HUMAN RIGHTS FORUM BANGLADESH (HRFB)

সংবাদ বিবৃতি

সুনামগঞ্জে সাংবাদিককে গাছের সঙ্গে বেঁধে নির্যাতন ঃ হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি) এর তীব্র নিন্দা ও জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুততার সাথে ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি

[০২ ফেব্রুয়ারি ২০২১, ঢাকা] সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার একটি নদীর তীর কেটে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের ছবি তুলতে গিয়ে স্থানীয় সাংবাদিক কামাল হোসেন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে একজন সাংবাদিককে এভাবে নির্যাতন ও হেনস্তা করা অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ, হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি) ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। এ ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে ফোরাম সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তসাপেক্ষে জড়িতদের বিরুদ্ধে অতি দ্রুত আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহনের আহ্বান জানাচ্ছে।

গণমাধ্যমসূত্রে জানা যাচ্ছে, ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ দুপুরে তাহিরপুর উপজেলার বাদাঘাট ইউনিয়নের যাদুকাটা নদের ঘাগটিয়া এলাকায় সংবাদ সংগ্রহের সময় সাংবাদিক কামাল হোসেনকে মারধর করে একটি গাছের সঙ্গে রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। এতে তাঁর মুখ, মাথা, কপালসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে রক্তাক্ত ও জখম হয়েছে। পরবর্তী সময়ে তাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখার ভিডিও গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি দৈনিক *সংবাদ* ও সিলেট থেকে প্রকাশিত দৈনিক *শুভ প্রতিদিনের* তাহিরপুর উপজেলা প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন।

ফোরাম মনে করে, তাহিরপুরের এ ঘটনাকে কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখার অবকাশ নেই। এ ধরণের ঘটনাগুলো সাংবাদিকদের স্বাধীন ও নির্ভীকভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালন, সর্বোপরি গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সংকুচিত হবার ক্ষেত্র তৈরি করে। আমরা সবাই অবগত যে, গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত গণমাধ্যম একটি রাষ্টের প্রতিবিম্ব হিসেবে কাজ করে। সমাজের নানা স্তরে অন্যায়, ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, অবিচার বা আইনের শাসন ও জবাবদিহিতার ঘাটতি সংক্রান্ত সংবাদগুলো তুলে ধরে সুশাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যমকর্মীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু ফোরাম অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে লক্ষ্য করছে, দেশে গণমাধ্যমকর্মীরা প্রায়শ নানা নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হচ্ছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব ঘটনার সাথে জড়িতদের কার্যকর বিচার নিশ্চিত হচ্ছে না। ফলে বিচারহীনতার বিরাজমান সংস্কৃতি দুবৃর্ত্তদের বেপরোয়া আচরণের ক্ষেত্রকে আরো বেশি প্রশস্ত করছে। ফোরাম সচিবালয় আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ সালে ২৪৭ জন সাংবাদিক নানা নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হন এবং ২ সাংবাদিককে হত্যা করা হয়। দেশ ও বিদেশের নানা প্ল্যাটফর্মে বাংলাদেশ সরকার সবসময় গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং সেটি চর্চার জন্য একটি উপযোগী পরিবেশ তৈরি করার ক্ষেত্রে তাদের দৃঢ় অবস্থান তুলে ধরে আসছে কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আমরা প্রায়শ এর বিপরীত চিত্র দেখতে পাচ্ছি। অনেক সাংবাদিক পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে প্রভাবশালীদের দ্বারা নানা হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন কিন্তু যথাযথ বিচার পাচ্ছেন না। একই সাথে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অপব্যবহার সাংবাদিকদের বস্তুনিষ্ঠ ও স্বাধীন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। এ প্রেক্ষিতে কামাল হোসেনসহ সাংবাদিকদের ওপর নির্যাতনের প্রতিটি ঘটনার সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও দ্রুত তদন্ত নিশ্চিত করে যথাযথ বিচার ও শাস্তি নিশ্চিত করার জোর দাবি জানাচ্ছে ফোরাম।

Secretariat:
Ain o Salish Kendra (ASK), 2/16, Block-B, Lalmatia, Dhaka-1207
Phone: 8126047, 8126134, 8126137, Fax: 8126045
Email: ask@citechco.net web: www.askbd.org
Forum Members:
Ain o Salish Kendra (ASK), Acid Survivors Foundation (ASF), Association for Land Reform and Development (ALRD), **Bandhu Social Welfare Society (BSWS),** Bangladesh Adivasi Forum, Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movements (BDERM), Bangladesh Institute of Labor Studies (BILS), Bangladesh Legal Aid & Services Trust (BLAST), Bangladesh Mahila Parishad (BMP), FAIR, Kapaeeng Foundation, Karmojibi Nari (KN), Manusher Jonno Foundation (MJF), Nagorik Uddyog, Naripokkho, National Alliance of Disabled Peoples' Organizations (NADPO), Nijera Kori, Steps Towards Development (Steps), Transparency International Bangladesh (TIB), Women with Disabilities Development Foundation (WDDF).